বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতাল
নিউজলেটার

সংখ্যা-১ । ভলিউম-২ । জানুয়ারি ২০২২

BSH BANGLADESH SPECIALIZED HOSPITAL
because you are special

Hotline-10633
For Emergency & Appointment

প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক ব্রিগে. জেনারেল (অবঃ) মামুন মোস্তাফী

সম্পাদক
অধ্যাপক সাঈদ আহমেদ সিদ্দিকী
অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিকুল বারী
ডা. আলী আবরার

সম্পাদক
ডা. মোহাম্মদ তৌফিক
ডা. আবু সালেহ আহমেদ
ডা. মাসুদুর রহমান

সহকারী সম্পাদক
মোস্তাকিম বিল্লাহ্ আসিফ

বৈজ্ঞানিক কর্মশালা

অধ্যাপক সাঈদ আহমেদ সিদ্দিকী

বিএসএইচএল বিভিন্ন বিষয়ে আপ-টু-ডেট জ্ঞান বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কর্মশালা পরিচালনা করে। ২০২১ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি প্লাস্টিক এবং এ্যাস্থেটিক সার্জারি বিভাগ এবং একাডেমিক ও রিসার্চ কমিটির সহায়তায় স্তন পুনর্গঠন অস্ত্রোপচারের উপর একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। Bangladesh Society Of Aesthetic Plastic Surgeons (BSAPS) এই কর্মশালায় সহ আয়োজক হিসেবে কাজ করে। এই কর্মশালায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ২৫ জনেরও বেশি প্লাস্টিক সার্জন অংশগ্রহণ করেন। বেশ কিছু প্লাস্টিক সার্জারি রেসিডেন্টগণও (এফসিপিএস, এমএস) এই কর্মশালায় যোগ দেন। অধ্যাপক সাঈদ আহমেদ সিদ্দিকী অটো অগমেন্টেশন মাস্টোপেক্সি (Breast Uplift & Autoaugmentation) এর তাত্ত্বিক ভিত্তি পর্যালোচনা করেন। তারপর অপারেশন থিয়েটারে একজন রোগীর উপর সরাসরি অস্ত্রোপচার প্রদর্শন করেন।

পৃষ্ঠা -২ কলাম-১

স্তন ক্যান্সার আতঙ্ক প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা

ডা. আরিফুর রহমান সজল

বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৫ হাজারের বেশি মানুষ স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ৭৫০০ বেশি মানুষ এ রোগে মারা যায়। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এই সংখ্যাটা আরো অনেক বড়। এর মাঝে শতকরা ৯৮% নারী, কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য অল্প সংখ্যক পুরুষও আক্রান্ত হচ্ছে। প্রতিবছর অক্টোবর মাস কে বিশ্ব স্তন ক্যান্সার সচেতনতার মাস হিসেবে পালন করা হয়। "যদি প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগটি সনাক্ত করা যায় তবে ৯৯% ক্ষেত্রে রোগটি নিরাময় যোগ্য" এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতাল বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রমের...

পৃষ্ঠা -৩ কলাম-২

ডায়ালাইসিস রোগীর সন্তান লাভ- চিকিৎসাশাস্ত্রে অনন্য ঘটনা

ডা. নুসুর আক্তার

মিসেস নাহিদা আনোয়ার, বয়স ৩৪ বছর, End Stage Renal Disease এর রোগী, নিয়মিত ডায়ালাইসিস নিচ্ছেন সেই ২০১৭ সাল থেকে। কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন এর প্ল্যান চলছিল! ২০২১ এ এসে হঠাৎ করেই টের পান তার ভেতরে আরেকটি প্রাণের অস্তিত্ব! এবং যতদিনে টের পেয়েছেন ততদিনে পাঁচমাস পার হয়ে গিয়েছে। রাজশাহী থাকতেন উনি। সেখানে ডাক্তাররা বলেছেন এই প্রেগন্যান্সি কন্টিনিউ করলে তার জীবন ঝুঁকিতে পড়বে, কাজেই এই প্রেগন্যান্সি টার্মিনেট করাই যুক্তিযুক্ত।

পৃষ্ঠা -৩ কলাম-২

21 Shyamoli, Mirpur Road, Dhaka-1207, Bangladesh info@bshl.com.bd bshl.dhaka@gmail.com

বৈজ্ঞানিক কর্মশালা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখানে দেখানো হয় Silicone Breast Implant ছাড়া কিভাবে বক্ষদেশের আকার ও আকৃতি (Shape & Size) পরিবর্তন করে Figure এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়।

অপারেশন চলাকালীন সময়ে অংশগ্রহণকারীরা Live Audiovisual Transmission এর মাধ্যমে সার্জারির প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি দেখতে সক্ষম হয় এবং সার্জনের সাথে সরাসরি প্রশ্নউত্তরেও অংশগ্রহণ করেন। অপারেশন শেষে উপস্থিত সকলেই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা অন্যান্য কসমেটিক সার্জারির উপর এমন আরও কর্মশালা বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালে করার অনুরোধ করেন।

নবজাতকের প্রোটিন-সি স্বল্পতাঃ বিরল জন্মগত ত্রুটির সন্ধান

ডা. মোহাম্মদ তৌফিক

ছোট্ট লাইবার জন্মের ১ম দিনই দেখা গেল চামড়ায় লালচে-কালো ক্ষত। বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালের শিশু বিভাগে শিশু রক্ত রোগ বিভাগেই লাইবার রোগ নির্ণয় হলো- বিরল প্রোটিন-সি স্বল্পতায় ভুগছে লাইবা। দেখা গেল লাইবার মা-বাবারও প্রোটিন-সি স্বল্পতা আছে। যার ফলে লাইবার রক্ত নালীগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে। এ এক অদ্ভুত রোগ। এক দিকে যেমন রক্ত জমাট বেঁধে রক্ত নালী বন্ধ হয়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি রোগীর রক্ত ক্ষরণের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

বিরল এই রোগ বাংলাদেশে আর কোন শিশুর ডায়াগনোসিস হয়েছে কিনা কারোরই জানা নেই। প্রতিদিন প্লাজমা দেয়া, হেপারিন দেয়া, পরীক্ষা করা, চামড়ার ক্ষতগুলো বেড়ে ঘা হয়ে গেলে তার শুশ্রুষা করা, কখনো এন্টিবায়োটিক এর সাহায্য নেয়া, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে শিশু আইসিইউ তে চিকিৎসা করা, ইত্যাকার নানাবিধ চিকিৎসার পর দেখা গেল লাইবার চোখও আক্রান্ত হয়ে অন্ধত্বই ভবিতব্য হয়ে প্রবল ভাবে চোখ রাঙাচ্ছে।

কলাম-২

নবজাতকের প্রোটিন-সি স্বল্পতাঃ বিরল জন্মগত ত্রুটির সন্ধান

১ম কলামের পর

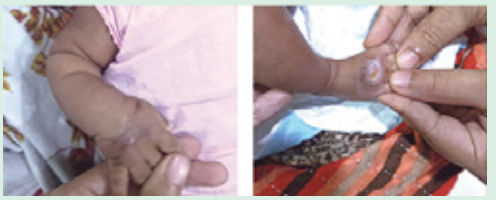

লাইবার মা-বাবা উদ্যোগ নিলেন দেশের বাইরে গিয়ে কিছু করার চেষ্টা করে দেখার। সেখানেও চিকিৎসকেরা তেমন বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। ফলে লাইবা এখনো চিকিৎসাধীন বিএসএইচের শিশু বিভাগে। এখন লাইবার বয়স ছয় মাস। যেখানে নবজাতকের প্রোটিন- সি স্বল্পতায় আক্রান্ত শিশুরা দুই তিন মাসের বেশী বাঁচে না বলে দেখা যাচ্ছে, সেখানে লাইবার মা-বাবা, লাইবা, বিএসএইচের সাহায্য নিয়ে এখনও যুদ্ধ করে যাচ্ছে। হতাশা, নৈরাশ্য, বেদনা, কান্না, বুক-ভাঙা আর্তনাদ যখন তাদের নিত্য সঙ্গী, বিএসএইচ পাশে দাঁড়িয়েছে তার সর্বস্ব নিয়ে। কিন্তু এই বিরল রোগে ভুগতে থাকা নবজাতক থেকে এই পর্যন্ত বড় হয়ে আসা লাইবার জন্য প্রোটিন-সি পাওয়া যাচ্ছে না দেশে, পাশের দেশ ভারত থেকে আনলেও সপ্তাহে খরচ হবে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা, অন্ধত্ব এই শিশুর এক নিশ্চিত সঙ্গ, ইনফেকশন তার নিত্য হুমকি, ওয়ারফারিন এবং প্লাজমাই তার প্রতিদিনের ভরসা। হতাশ মা প্রায় প্রতিদিনই আসেন কোন না কোন সাহায্যের সংগ্রামী বাসনায়, বেদনায় আক্রান্ত বাবা। দৈনন্দিন কাজ তাঁর চালিয়ে যাচ্ছেন হৃদয় যাঁতাকলের প্রবল যাতনায়, আশার সকল ভরসাই নিশ্চিহ্নে হারিয়েছে দিগন্তের ওপারের অদৃশ্য অনিশ্চয়তায়। দূরারোগ্য প্রোটিন-সি এর স্বল্পতায় ভুগতে থাকা বুকের মানিক লাইবার চিকিৎসা ব্যয় সাধ্যেরও অতীত প্রায়, তবুও এই হাসপাতাল, তার নার্স, ডাক্তার সকলেই সকল প্রতিকূলতার পাহাড়কে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, চালিয়ে যাচ্ছে লাইবার চিকিৎসা। দুঃখের প্রাসাদে গড়া জীবনে এখনো যে বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালই মানুষের এক নিরন্তর নির্ভরতা।

শিশুদের জন্মগত হৃদরোগের উপর কর্মশালা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অধ্যাপক ডা. নূরুন্নাহার ফাতেমা

বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালে গত ১২ ই নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অধ্যাপক ডা. নূরুন্নাহার ফাতেমা, বিশিষ্ট পেডিয়াট্রিক ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট , শিশুদের হৃদরোগের ওপর সরাসরি একটি কর্মশালা করেন। উক্ত কর্মশালায় দেশের স্বনামধন্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞগণ আমন্ত্রিত ছিলেন। কর্মশালাটি তে ২০ জন শিশুর জন্মগত হৃদরোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগের চিকিৎসা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালের অত্যাধুনিক ক্যাথল্যাব ব্যবহার করে শিশুদের হৃদরোগের চিকিৎসা দেয়া হয়। কর্মশালাটিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোঅ্যান্ট্রোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. এম এস আরেফিন এবং আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এর সাবেক ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. আব্দুল্লাহ আল সাফি মজুমদার, ঢাকা মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী।

বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালে এমন একটি একাডেমিক কর্মশালার ব্যবস্থা করার জন্য উপস্থিত সবাই তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আন্তর্জাতিক কর্মশালা

বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালে ২০২১ সালের ১১ নভেম্বর "Contemporary issuses in Covid-19" নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় লন্ডন থেকে বক্তা হিসাবে ছিলেন Dr. Ian Blyth এবং Dr. Brendan Healy। এই কর্মশালায় চেয়ারম্যান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালের বিশিষ্ট কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অধ্যাপক ডা. মামুন মোস্তাফী, মডারেটর হিসেবে ছিলেন ডা. মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, মেডিসিন, লিভার এবং গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিশেষজ্ঞ। কর্মশালায় বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের আরো স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।

Executive Dining

বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালে ইতোমধ্যে সম্মানিত পরিচালক এবং বিভাগীয় প্রধানদের সুবিধার্থে Executive Dining চালু করা হয়েছে। মানসম্মত এবং মুখরোচক খাবার পরিবেশন করাই এই Executive Dining এর মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালে অপারেশনের মাধ্যমে মৃগীরোগীর অত্যাধুনিক চিকিৎসা

ডা. জালাল উদ্দীন মুহম্মদ রুমী

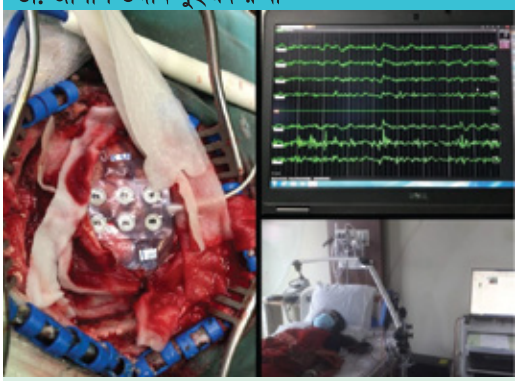

মৃগীরোগ মস্তিষ্কের একটি রোগ যার প্রধান উপসর্গ হচ্ছে বার বার খিচুনি হওয়া। মৃগীরোগে আক্রান্ত শিশুর বার বার খিচুনির কারণে শারীরিক, মানসিক, বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় । সে বড় হয়ে পরিবার ও সমাজের বোঝা হয় । সঠিক রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে ৭০% পর্যন্ত মৃগীরোগের খিচুনি ওষুধ দ্বারা ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে প্রায় ৩০% রোগীর চিকিৎসা জটিল। যাদের খিচুনি ঔষধ দ্বারা নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না তাদের মধ্যে অনেক রোগীর অপারেশন করার সুযোগ আছে। অপারেশনের আগে প্রথমেই জানতে হবে ব্রেইন এর কোন অংশ থেকে খিচুনির উৎপত্তি হয় । রোগীকে ভর্তি রেখে লম্বা সময়ের ভিডিও EEG করতে হয় এবং ব্রেইন এর MRI করতে হয়, কখনো কখনো পেট স্ক্যান (PET Scan) করাতে হয় । এইসব কিছু করার পর যদি খিচুনির উৎস খুঁজে পাওয়া যায়, তবে অপারেশনের মাধ্যমে ব্রেইন এর সেই টিস্যু অপসারণের মাধ্যমে মৃগীরোগ/খিচুনি রোগ ভালো হতে পারে। বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালে মৃগীরোগীদের জন্য বাংলাদেশে প্রথম দীর্ঘ সময়ের ভিডিও ইইজি (Video EEG) মনিটরিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। গত পাঁচ বছর ধরে আমরা অপারেশন চলাকালীন সময়ে ইইজি (Per-Operative ECoG) করে মৃগীরোগের অপারেশন করে আসছি যার ফলাফল খুবই ভালো।

স্তন ক্যান্সার আতঙ্ক প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে এই মাসটি পালন করে। বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল স্তন ক্যান্সার সচেতনতার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পিং, ইউটিউবে সচেতনতামূলক ভিডিও, নিজের স্তন নিজে পরীক্ষাকরণ ভিডিও , বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের ইন্টারভিউ, মাস্ক ও টি-শার্ট বিতরণ এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিউমার বোর্ডের ওপর একটি সাইন্টিফিক সেমিনার । এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কামরুজ্জামান চৌধুরী, বিশিষ্ট প্লাস্টিক ও এ্যাস্থেটিক সার্জন অধ্যাপক ডা. সাঈদ আহমেদ সিদ্দিকী, বিশিষ্ট কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অধ্যাপক ডা. মামুন মোস্তাফী, বিশিষ্ট ক্যান্সার সার্জন অধ্যাপক ডা. তপেস কুমার পাল, বিশিষ্ট মেডিকেল অনকোলজিষ্ট ডা. ফেরদৌস আরা বেগম সহ আরো অনেকে। এই সেমিনারে মডারেটর ছিলেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. আরিফুর রহমান সজল। মাসজুড়ে বিভিন্ন রকম সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম এ আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ব্রেস্ট ক্যান্সার স্টাডি।

ডায়ালাইসিস রোগীর সন্তান লাভ- চিকিৎসাশাস্ত্রে অনন্য ঘটনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু রোগী আল্লাহতায়ালার দেয়া এই নেয়ামত যেভাবেই হোক ধরে রাখতে চায়। সেখানেই তিনি খোঁজ পান বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালের স্বনামধন্য চিকিৎসকদের।

ঢাকা আসার পর তারা প্রথম যোগাযোগ করেন বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালের নেফ্রোলজি বিভাগে। সেখানেই তারা প্রথম আশার বাণী শুনেছিলেন। নেফ্রোলজি বিভাগের চিকিৎসক বলেছিলেন, রিস্ক তো আপনার দুই ক্ষেত্রেই! নষ্ট করতেও সৃষ্টি করতেও। তো আপনি নষ্ট করতে রিস্ক নিবেন কেন, সৃষ্টি করতেই রিস্ক নেন। তারপর সেই চব্বিশ সপ্তাহ গর্ভাবস্থা থেকেই তিনি বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালের অবস্ এন্ড গাইনী এবং নেফ্রোলজি বিভাগের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন থাকেন। দুই বিভাগের স্বনামধন্য চিকিৎসকদের উৎসাহ আর পরম মমতায় রোগী নিজেও তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। গত ২ অক্টোবর হাসপাতালেই সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগী একটি ফুটফুটে মেয়ে সন্তানের জন্ম দেয়।

হাসপাতালের এনেস্থেসিয়া টিম অসাধারণ দক্ষতার সাথে এমন ক্রিটিকাল রোগীকে অপারেশনের জন্য এনেস্থেসিয়া দিয়েছিলেন।

সেই ১৯৭৮ সালের পর এই প্রথম এদেশে এমন বিরল ঘটনা ঘটল!

ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকলাম আমরা সবাই।

কাঁধের অত্যাধুনিক চিকিৎসায় বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতাল

ডা. জি.এম. জাহাঙ্গীর হোসেন

হাড় ও জোড়ার সমস্যার চিকিৎসার ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালে চিকিৎসা অকল্পনীয় উন্নতি লাভ করেছে। হাড় ও জোড়ার চিকিৎসার এক সফল ও কার্যকর সমাধান এনেছে বিস্ময়কর আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারি। এটি হলো অর্থোপেডিক চিকিৎসায় বর্তমান যুগের সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক পদ্ধতি। আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারি মূলত মিনি ইনভেসিভ বা কি হোল সার্জারি অর্থাৎ ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে ক্যামেরা যুক্ত যন্ত্র (স্কোপ) জোড়ায় প্রবেশ করিয়ে এবং যন্ত্রের সাথে যুক্ত বাহিরে টিভি স্ক্রিন বা মনিটর দেখে অপারেশন করা হয়।

কাঁধের জোড়ার সমস্যার লক্ষণ সমূহ:

- কাঁধে ব্যথা হওয়া।
- উক্ত কাঁধে কাত হয়ে ঘুমানো যায় না, হাত সামনে বা পাশে উঠানো যায় না।
- হাত দিয়ে জামার বোতাম লাগানো, মাথার চুল আঁচড়ানো, প্যান্টের পিছনের পকেটে হাত দেওয়া ও পিঠ চুলকানো যায় না।
- কখনও কখনও জোড়া ফুলে যায়, কতিপয় মুভমেন্টে জোড়া ছুটে যাবে এমন মনে হয় এবং অতি সহজেই বার বার জোড়া ছুটে যায় ।
- কাঁধের আঘাত ও স্পোর্টস ইনজুরি ।

চিকিৎসা:

(ক) জোড়া ছুটে যাবে এমন মনে হলে বা অতি সহজেই বার বার জোড়া ছুটে গেলে আর্থ্রোস্কোপিক ব্যাংকার্ট (জোড়ার পর্দা ও লিগামেন্ট) রিপেয়ার করা হয় ।

(খ) কাঁধের মাংশপেশী বা টেনডন টিয়ার হলে বা ছিড়ে গেলে আর্থ্রোস্কোপিক রিপেয়ার করা হয় ।

(গ) আর্থ্রাইটিস হয়ে হাড় (ওসটিওফাইট বা স্পার) বেড়ে গেলে বা লুজ্ ফ্রেগমেন্ট হলে আর্থ্রোস্কোপিক রিমুভ বা বের করা হয় ।

(ঘ) ফ্রোজেন সোল্ডার বা জমানো কাঁধ আর্থ্রোস্কোপিক রিলিজ বা স্বাভাবিক করা হয় ।

(ঙ) বার্সাইটিস, ক্যালসিফিক টেনডিনাইটিস ও ওসিফাইড লিগামেন্ট হলে আর্থ্রোস্কোপিক বিসংকোচন এবং এ্যাকরোমিওপ্লাসটি করা হয়।

আসাদুজ্জামান নূর
অভিনেতা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

২০২০ সালে ডিসেম্বরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে আমি বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালে দুই সপ্তাহ ভর্তি ছিলাম। ভর্তির সময়কার আমার অভিজ্ঞতা ইতিবাচক। প্রতিদিন বিশেষজ্ঞ এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ আমার প্রতি যত্নশীল ছিলেন। এই হাসপাতালের পরিবেশ অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালের ডাক্তারগণ রোগীদের প্রতি অনেক মনোযোগী যা আমার ব্যক্তিগতভাবে ভালো লেগেছে।

আধুনিকতায় কার্ডিওলজি বিভাগ
ডা. আব্দুল মোমেন

বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগ গত পাঁচ বছর যাবত হৃদরোগের চিকিৎসায় অত্যন্ত সুনামের সাথে আন্তর্জাতিক মানের ইনভেসিভ এবং নন- ইনভেসিভ সেবা প্রদান করে আসছে। এই বিভাগে সপ্তাহের ৭ দিন ২৪ ঘন্টাই হৃদরোগের জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

গত এক বছরে প্রায় ১৬০০ এনজিওগ্রাম এবং প্রায় ৬০০ এনজিওপ্লাস্টি করার পাশাপাশি নিয়মিত ভাবে প্রাইমারি এনজিওপ্লাস্টি, পিপিএম, টিপিএম, আইসিডি ও সিআরটি স্থাপন করা হয়।

জটিল কিডনি রোগীদের এনজিওগ্রাম সহ যাবতীয় হৃদরোগ চিকিৎসার সব রকমের ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠানে চলমান।

অপারেশন ছাড়াই ডিভাইসের মাধ্যমে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে হার্টের জন্মগত ত্রুটি যেমন এএসডি, ভিএসডি ও পিডিএ। এরই মধ্যে ১০০০০ Transthoracic এবং Transesophageal ইকো কার্ডিওগ্রাফ সহ প্রায় ২০০০০ ইসিজি ও ৫০০০ ইটিটিও করা হয়েছে। এ সমস্ত সেবা প্রদানের জন্য কার্ডিওলজি বিভাগে রয়েছে দেশের স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এবং দক্ষ রেসিডেন্ট চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিকসগণ এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি।

ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগ

বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালের ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগে দ্রুত সময়ে আর্ন্তজাতিক মানের রিপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষত অত্র বিভাগের বায়োকেমিষ্ট্রি শাখায় অত্যাধুনিক Biochemistry Analyzer সংযোজন Dry Chemistry পদ্ধতিতে Biochemical Test রিপোর্টিং করা হচ্ছে। সাধারণ Biochemical Test ছাড়াও অনেক Rare test ও এখানে মান সম্পন্নভাবে প্রতিদিন করা হয়। ল্যাবের Reports সার্বক্ষণিক প্রদানের জন্য আরেকটি Backup Biochemistry Analyzer আছে, যা সার্বক্ষনিক Laboratory সেবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Almost full range biochemical test BSH ল্যাবরেটরিতে করা।

এছাড়াও অত্যাধুনিক Immunoassay full range cover করার জন্য দুইটি Analyzer চালু রয়েছে। বিশেষত COVID-19 Pandemic রোগীদের সকল পরীক্ষা IL-6 mn অন্যান্য test ও করা হয়। এ ছাড়া ২৪ ঘন্টা হাসপাতাল Service Support করার জন্য Haematology, ESR, Coagulation & Urine Analyzer ও চালু রয়েছে। উল্লেখ্য সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ ল্যাব মেডিসিনের মোট ছয়জন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ল্যাবের সামগ্রিক রিপোর্টিং করা হয়। মান সম্পন্ন Reports এর জন্য সকল Analyzer গুলোতে প্রতিদিন Internal QC I Periodically External QC করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালকে Center Of Excellence হিসেবে রুপান্তর করতে কনসালটেন্ট এবং টেকনোলজিস্টগণ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বার্তা

বিশেষায়িত করপোরেট হাসপাতাল হিসেবে আজ থেকে ৭ বছর আগে বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতাল যাত্রা শুরু করে । বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে দেশে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে একদল প্রতিথযশা প্রতিশ্রুতিশীল বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে সর্বাধুনিক চিকিৎসার প্রত্যয়ে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠা করা হয় এই হাসপাতাল। সৃষ্টি লগ্ন থেকে বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতাল দেশের সর্ববৃহৎ বিশেষজ্ঞ প্যানেল, অনন্য ব্যবস্থাপনা, উৎকর্ষ সেবার মান ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে তার সুনাম সমুন্নত রেখে চলছে। তাই অতি অল্প সময়ে হাসপাতালটি যেভাবে আজ স্বনামে সুপরিচিত ও সর্বমহলে সমাদৃত তা বাংলাদেশে বিরল। দেশের স্বাস্থ্য সেবায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতাল পথিকৃৎ ভূমিকায় নিজেকে অধিষ্ঠিত করে বাংলাদেশের শীর্ষ স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কোভিড মহামারির সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে নিজেদের সক্ষমতা ও সেবার মানের মাধ্যমে দেশ ও দেশের বাইরে সর্বমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালের মূল স্তম্ভ হলো অবিরত উৎকর্ষতার মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদের আস্থা অর্জন করে দেশেই বিশ্বমানের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তাই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি নিবেদিত প্রান চিকিৎসকমন্ডলীদের, সেবিকা, টেকনোলজিস্ট সহ সকল বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যাদের জন্য বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতাল আজ স্বাস্থ্য সেবায় নির্ভরতার প্রতীক। বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও নিজেদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার মাধ্যমে এক অন্যন্য উচ্চতায় এই হাসপাতালকে অধিষ্ঠিত করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা ।

আল এমরান চৌধুরী
পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশ স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতাল

bdspecializedhospital
bdspecializedhospital
www.bdspecializedhospital.com
BangladeshSpecializedHospital